গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মার্চ/২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২০-০৩-২০২২
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সভা শুরু করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, যেহেতু প্রতিমাসে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেহেতু মাসিক সমন্বয় সভা চলতি মাস অনুযায়ী হবে, নতুবা একমাস পিছিয়ে পড়বে। চলতি মাসের সমন্বয় সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভাপতি গত ২৮-০২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জানুয়ারি/২০২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর (৩.১) নং অনুচ্ছেদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অংশে ইংরেজী 'dispute' শব্দের পরিবর্তে 'অমীমাংসিত বিষয়' শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত সংশোধনীসহ উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৮-০২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জানুয়ারি/২০২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৮-০২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যে সকল অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে সেগুলোর সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং পেপার তৈরি করা হচ্ছে, যা শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে আগামী সমন্বয় সভার পূর্বেই বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে একটি সভা আহ্বানের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে একটি সভা আহ্বান করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ সকল শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	* উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, খসড়া আয়কর আইনের বিষয়ে বিপিসি ও পেট্রোবাংলার মতামত এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপুর্বক এ বিভাগের মতামত অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি দ্রুত এ মতামত প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। * যুগ্মসচিব (অপারেশন-১ অধিশাখা) জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়াটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক উপ-কমিটি কর্তৃক মূল কমিটির নিকট দাখিল করা হয়েছে। মূল কমিটির আহ্বায়ক এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, খসড়াটি দ্রুত চূড়ান্ত করা হবে। খসড়াটি এপিএ'র সূচকে অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ মাসের মধ্যে চূড়ান্তকরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। * সচিব, বিপিসি জানান যে, বিপিসি ও কোম্পানির Asset re-valuation কার্যক্রম এ পর্যন্ত ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২০% কার্যক্রম এ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রম এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। Asset re-valuation কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্যাপিটাল, সক্ষমতা ও অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। আগামী সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	(ক) খসড়া আয়কর আইনের ওপর সাপ্লিমেন্টারি মতামত পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অতি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। (খ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়াটি এ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। (গ) সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন/ অপারেশন অনুবিভাগ/বাজেট/ প্রশাসন-১ অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বৃপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি গত ১২-০৪-২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে জানা যায় প্রতিবেদনটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সভাপতি এ বিষয়টি নিয়মিত ফলোআপ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি হতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির বিষয়টি ফলোআপ করে আগামী সমন্বয় সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	* সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক হালনাগাদ করা না হলে হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে হালনাগাদ করা হয় এবং নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, ড্যাশবোর্ডটি হালনাগাদ করার বিষয়ে গত ০৩-০৩-২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। ড্যাশবোর্ডের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিস্টেম এনালিস্ট জানান যে, ড্যাশবোর্ডের বিষয়ে এ বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও মতামত খুব শীঘ্রই হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে অবহিত করা হবে। সভাপতি দ্রুত এ বিভাগের মতামত প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। * এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, ১৭ই মার্চের প্রোগ্রামের ছবিসহ সর্বশেষ গত ১৭-০৩-২০২২ তারিখে এ বিভাগের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। সভাপতি মনিটরিং টিমের সরেজমিন পরিদর্শনের বিভিন্ন ছবি ক্যাপশনসহ এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার নির্দেশনা প্রদান করেন। * এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের বিষয়ে 'স্পেকটার্ম আইটি সলিউশন' নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি শীঘ্রই সফটওয়্যারের একটি ডেমো দাখিল করবে। তারপর খসড়া ডেমো নিয়ে এ বিভাগে একটি সভা করে কার্যক্রম শুরু করা হবে। প্রতিষ্ঠানটির এ সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতার বিষয়ে সভাপতির জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, সফটওয়্যার তৈরির বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির পারফরমেন্স খুবই ভালো। তিনি জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বেশ কয়েকটি কাজ করে সফলতা পেয়েছেন মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি বিদ্যুৎ বিভাগ হতে অভিজ্ঞতা নিয়ে সফটওয়্যারটি দ্রুত তৈরির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি আরো বলেন যে, সফটওয়্যারটিতে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির লিংক রাখতে হবে যাতে তারা সেখান হতেই সফটওয়্যারের তথ্য আপডেট করতে পারে।	(ক) ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে ও ড্যাশবোর্ডটি Upgrade এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে মনিটরিং টিমের সরেজমিন পরিদর্শনের বিভিন্ন ছবি ক্যাপশনসহ আপলোড করতে হবে। (গ) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/আইসিটি শাখা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

৩.৫	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) জানান যে, গত সমন্বয় সভার নির্দেশনা অনুযায়ী লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর সাথে মামলার বিষয়ে write-up প্রেরণ করা হয়েছে। আপীলাট ডিভিশনের রায় অনুযায়ী ৯০ কোটি টাকার মধ্যে ফেব্রুয়ারি/২২ পর্যন্ত ৪০ কোটি টাকা লাফার্জ সুরমা লিঃ কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে বিইআরসি'র নির্ধারিত মূল্যে লাফার্জ সুরমা লিমিটেড গ্যাস বিল পরিশোধ করছে। লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ ও জেজিটিডিএসএল এর মধ্যে গ্যাস ট্যারিফ বিষয়ে বিদ্যমান International Arbitration বর্তমানে চলমান আছে। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু বিষয়টি মোটামুটি সমাধান হয়েছে সেহেতু এটি সমন্বয় সভায় আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে অ্যাপীলাট ডিভিশনের রায় অনুযায়ী লাফার্জ সুরমা লিঃ বকেয়া পরিশোধ না করলে জেজিটিডিএসএল'কে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	মহামান্য অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায়ের আলোকে টাকা পরিশোধ না করলে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/
৩.৬	বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, কোভিড পরিস্থিতিজনিত কারণে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে কয়লা উৎপাদন হ্রাস পায়। বর্তমানে পূর্বের ধারাবাহিকতায় কয়লা উৎপাদন শুরু হয়েছে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ঘাটতির কারণে মধ্যপাড়া পাথর খনিতে আকস্মিকভাবে পাথর উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতি ও বৈরুত দুর্ঘটনার কারণে জাহাজ প্রাপ্তিতে সংকট সৃষ্টি হওয়ায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানিতে বিলম্ব হয়। পিপিআর অনুসরণে টেন্ডার আহ্বান করা হয় এবং ২৫০ মেট্রিক টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জাহাজীকরণ করা হয়েছে, যা আগামী ২১-২২ মার্চ/২০২২ তারিখ দেশে পৌঁছাবে। আর মজুদকৃত পাথর হতে পাথর বিক্রি অব্যাহত রয়েছে। ফলে মধ্যপাড়া পাথর খনির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, বর্তমানে দৈনিক ২,৫০০ মেট্রিক টন কয়লা বিপণন করা হচ্ছে, যা পাথর উৎপাদনের সময় ছিলো প্রায় ৬,০০০ মেট্রিক টন। সভাপতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানির বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জবাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদান করেন। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন) জানান যে, মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়টি নিয়ে তিনি ভিজিট করেছেন এবং এ	(ক) কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মধ্যপাড়া পাথর খনিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানি বিলম্বের বিষয়ে দ্রুত একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (গ) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির প্রোডাকশন গ্যাপ কমাতে বিশেষ নজর দিতে হবে। (ঘ) দীঘিপাড়া কয়লা খনিসহ বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/ বিসিএমসিএল

	সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন তিনি শীঘ্রই দাখিল করবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল বলেন যে, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির নতুন ফেইসের মালামাল আমদানির নিমিত্ত এলসি খুলতে প্রায় দুই মাস বিলম্ব হচ্ছে। এ কারণে ও নতুন ফেইসে স্থানান্তর করতে ৪ মাসের প্রোডাকশন গ্যাপ তৈরি হবে মর্মে চাইনিজরা জানিয়েছে। এলসি খোলা সংক্রান্ত বিলম্বের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন এবং প্রোডাকশন গ্যাপ যাতে না হয় তার জন্য একটি কৌশল নির্ধারণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলাকে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, দীঘিপাড়া কয়লা খনির বিষয়ে গত ০৭-০৩-২০২২ তারিখে বিসিএমসিএল কর্তৃক পেট্রোবাংলার বোর্ড রুমে একটি খসড়া প্রেজেন্টেশন-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত উপস্থাপনার প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া প্রেজেন্টেশনটি সংশোধন করা হয়েছে। দীঘিপাড়া কয়লা খনিসহ বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৭	সভায় জানানো হয় যে, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের আওতাধীনে স্থাপিতব্য মেসার্স শিনজি মডেল ফিলিং স্টেশন এন্ড এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এর অগ্রগতি না থাকায় সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অভিপ্রায় পত্র বাতিল করা হয়েছে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিপরীতে ব্যক্তি/উদ্যোক্তা/ প্রতিষ্ঠানকে ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)'কে আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি সভা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, সিলেটে অবস্থিত পিওসিএল'র হাজী মাসহুদ আলী মডেল ফিলিং স্টেশন এবং চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত ফারদিন অটো গ্যাস এন্ড মডেল ফিলিং স্টেশনের প্রাক-ভিজিট সম্পন্ন করা হয়েছে। এ দুটি মডেল ফিলিং স্টেশন উদ্বোধনযোগ্য মর্মে উল্লেখ করেন। সভায় মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকা দ্রুত প্রস্তুতের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিপরীতে ব্যক্তি উদ্যোক্তা/ প্রতিষ্ঠানকে ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। (খ) মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য প্রকল্প/কার্যক্রমের তালিকা দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপারেশন-১ অধিশাখা/সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং

৩.৮	সভায় জানানো হয় যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা ২১০৮.২০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সর্বশেষ গত ১৮/১১/২০২১ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ প্রায় ২০.৭৯ কোটি টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে গত ০৮/১২/২০২১ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ করা হয় যে, বিমানের নিকট বকেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার পর এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির বিষয়ে এ বিভাগের অপারেশন-১ অধিশাখা হতে গত ১৩-০৩-২০২২ তারিখে সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি বিষয়টি ফলোআপ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। * ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপিজিএল জানান যে, বিপিসির অর্থায়নে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিত জবাব দ্রুত প্রেরণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জবাবের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সাথে আলোচনা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, বন বিভাগ ও জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর সাথে সভা করে সমাধানপূর্বক জবাব প্রেরণ করলে বিষয়টি ফলপ্রসূ হবে। সভাপতি এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে সমন্বয় করার জন্য প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম হিসেবে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন)'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) বিমানের নিকট বকেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত পত্রের ফলোআপ রাখতে হবে। (গ) বিপিসির অর্থায়নে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সমন্বয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	প্রশাসন/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ/ইআরএল

৩.৯	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করছেন। সভাপতি প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে এবং কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ছকে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১০	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয়, রিট ও অন্যান্য মামলার সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মোট মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আড়াই হাজারের উপরে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, এ সকল মামলা নিষ্পত্তির জন্য এ বিভাগে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, মামলার বিষয়ে পৃথক একটি সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, সম্প্রতি KrisEnergy কর্তৃক পেট্রোবাংলার বিরুদ্ধে ট্যাক্সের বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এটি KrisEnergy এর মূলতঃ ভুল। মামলাটি পরিচালনার জন্য স্থানীয় আইনজীবী জনাব মঈন গণি এর নিয়োগের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন এবং আন্তর্জাতিক ল ফার্ম Foley Hoag'কে নিয়োগের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়েছে। এ বিভাগের উপসচিব (উন্নয়ন-৩) জানান যে, এ বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে যোগাযোগ হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই মতামত পাওয়া যাবে। সভাপতি বিষয়টি ফলোআপ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল জ্বালানি তেলের রোধ ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ এবং সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাকড পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই'র প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ বিভাগের	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) মামলা নিষ্পত্তির জন্য এ বিভাগে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) KrisEnergy এর মামলার বিষয়ে আন্তর্জাতিক ল ফার্ম Foley Hoag'কে নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। (ঘ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণ, বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন সে বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট ছকে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/উন্নয়ন-৩ প্রশা-৩ শাখা/অপা-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

	অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণ, বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন সে বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আধা-সরকারি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি দ্রুত এটি প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.১১	এপিএ বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলো সচেষ্ট রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্টদের নিয়ে প্রতিমাসে পর্যালোচনা সভা করা হচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের খসড়া এপিএ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পর্যালোচনার নিমিত্ত দুটি সভা এ মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি এপিএ পর্যালোচনা সভায় এপিএ'র বিষয়গুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং এপিএ বাস্তবায়নে সকলকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সফল বাস্তবায়নে সকলকে বিশেষ নজর দিতে হবে।	সকল অনুবিভাগ এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১২	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' গত ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদিত খসড়াটি মন্ত্রিসভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধনপূর্বক ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে উক্ত বিভাগ বিলটিতে ভেটিং প্রদান করেছে। খসড়া বিলটিতে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় বাংলাদেশ সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণপূর্বক সারসংক্ষেপের মূলকপি এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি খসড়া আইনের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত দ্রুত জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' এর খসড়া বিলটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত দ্রুত জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/প্রশাসন-২ অধিশাখা ও পেট্রোবাংলা

৩.১৩	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। জানুয়ারি/২২ মাসে ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীতে ২,৭৫১টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ৮,২৪৭টি, বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ২৯,৯৪৬টি, অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ২২ কি.মি. ও অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ২৩টি। সভায় জানুয়ারি/২২ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। জানুয়ারি/২২ মাসে ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির মোট বকেয়া আদায় হয়েছে ২,৪৭৪.১৭ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট বকেয়ার পরিমাণ ৬,৮৪৯.২৭ কোটি টাকা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, নিয়মিত বকেয়া আদায় অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি যে সকল গ্রাহকদের গ্যাস বিল বকেয়া রয়েছে সে সকল গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ জোরদার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের পর পুনরায় যাতে সংযোগ না দেয়া হয় সে জন্য বিশেষভাবে তৎপর থাকার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিলের তথ্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে দ্রুত প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল জানান যে, ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর নিকট জিটিসিএল এর বকেয়া পাওনা রয়েছে। বকেয়ার টাকা সময়মত না পাওয়ায় জিটিসিএল এর বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সভাপতি ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে জিটিসিএল এর পাওনা দ্রুত পরিশোধ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিলের তথ্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর নিকট জিটিসিএল এর বকেয়া পাওনা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/বিপিসি/ বিপণন কোম্পানি/জিটিসিএল
৩.১৪	বিবিধ আলোচনা: * সভায় জানানো হয় যে, দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী সংস্থার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ হতে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যা দ্রুততম সময়ের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। সভাপতি আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২২ তারিখের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্পন্নের নির্দেশ প্রদান করেন। * উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে কোন্ জ্বালানিতে কতগুলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি পরবর্তী সংসদীয় স্থায়ী কমিটির	(ক) দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) সফটওয়্যারের মাধ্যমে আগামী ৩০-০৪-২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তথ্য পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে তাদেরকে এ সংক্রান্ত তথ্যাটি দ্রুত হাইড্রোকার্বন	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় সভাপতি সিদ্ধান্তটি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রকাশে সতর্ক থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। * মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, গবেষণা কার্যক্রমের বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে গবেষণার বিষয়বস্তুর তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। * সভায় কোভিড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল জানান যে, সম্প্রতি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুববরণকারী কোম্পানীর একজন কর্মচারীর পাওনা টাকা তার পরিবারের নিকট আগামী এপ্রিল/২২ এর মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব হবে। * সভায় জানানো হয় যে, মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিমাসে কার্যক্রমসমূহের বিষয়ে ইতোমধ্যে পৃথক একটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় গত তিন মাসে একটিও নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজন করা হয়নি বিধায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং চলতি মাসে একটি নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় জানানো হয় যে, এপিএ অর্জনের প্রমাণক ও প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে গত ১০ মার্চ/২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির মাধ্যমে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। * সভাপতি আসন্ন ২৬শে মার্চ ও মুজিববর্ষের সমাপনী প্রোগ্রাম উপলক্ষ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) কোভিড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ) মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনার ওপর অনুষ্ঠিত পৃথক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (চ) সম্প্রতি যে সকল কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণে গিয়েছেন তাদেরকে চলতি মাসে দ্রুত একটি নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজন করতে হবে। (ছ) আসন্ন ২৬শে মার্চ ও মুজিববর্ষের সমাপনী প্রোগ্রাম উপলক্ষ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। (জ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে।	

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.১৫৭

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪২৮
২৪ মার্চ ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৫) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৬) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৭) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)
১২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব